মাতৃতীর্থপরিক্রমা

বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়

নির্মলকুমার রায়

শ্রীরামকৃষ্ণ যেসব স্থানে পদধূলি দিয়েছিলেন, তার বিবরণ লেখক 'চরণচিহ্ন ধরে' গ্রন্থে ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন। ভক্তবৃন্দের মনের চাহিদা মেটাতে **শ্রীশ্রীমায়ের** ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনায় ব্রতী হয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি' থেকে (শারদীয়া ১৪০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এবার ঊনবিংশ পর্যায়ে বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়।—**সম্পাদক**

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর চরণাশ্রিতা ভগিনী নিবেদিতার সুবিখ্যাত বিদ্যালয়ের (১৬ নং বোসপাড়া লেন—বর্তমানে ১৬এ, মা সারদামণি সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৩) প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। অধিষ্ঠাত্রীও বটে।

নিবেদিতার পূর্বনাম—মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের টাইরন প্রদেশের ডানগ্যানন নামে এক ক্ষুদ্র শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর তাঁর জন্ম। পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল ছিলেন পেশায় ধর্মযাজক। মাতার নাম—মেরি ইসাবেল। তাঁর আরো একটি বোন ও এক ভাই ছিল। তিনি ছিলেন পিতামাতার প্রথম সন্তান। মাত্র দশ বছর বয়সে মার্গারেটের পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তাঁদের অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাতামহ হ্যামিল্টন—যিনি আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন।

মার্গারেটের পাঠ্যজীবন শুরু হয় ইংল্যাণ্ডের এক বোর্ডিং স্কুলে; পরে স্থানীয় কলেজে অধ্যয়ন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৮৪ সালে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৯২ সালে তিনি নিজেই উইম্বলডনের এক অঞ্চলে 'রাস্কিন স্কুল' খোলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এইসময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধাদি লিখতে থাকায় লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলেও সুলেখিকারূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন। প্রথম থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি চার্চে যেতেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের পিপাসা মিটত না।

আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার শেষ করে ১৮৯৫ সালে যখন স্বামীজী লণ্ডনে আসেন, সেইসময় ১৫ নভেম্বর বিকালে ওয়েস্ট এণ্ডের এক অভিজাত মহিলা লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে মার্গারেটও উপস্থিত ছিলেন। মার্গারেট প্রথম দর্শনেই উজ্জ্বলকান্তি ভারতীয় সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অথচ শিশুর মতো কমনীয় চেহারায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হন। এরপর থেকে লণ্ডনে যেখানেই স্বামীজীর বক্তৃতা বা প্রশ্নোত্তরের ক্লাস হতো, তিনি নিয়মিত সেসব স্থানে উপস্থিত হয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন করে সব সংশয় দূর করতে চাইতেন। অবশেষে তাঁর বিশ্বাস হয়, যে-ধর্মজীবনের সন্ধানে এতদিন তিনি দিশাহারা হচ্ছিলেন, এই ভারতীয় সন্ন্যাসীই তার সন্ধান দিতে সমর্থ। স্বামীজীও মার্গারেটের সত্যনিষ্ঠা ও মানবদরদি মনের পরিচয় পেয়ে পরবর্তী কালে তাঁকে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের, বিশেষত নারীদের শিক্ষার কাজে আহ্বান জানান।

স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মার্গারেট তাঁর স্বদেশ, স্বজন, প্রতিষ্ঠিত জীবন ছেড়ে ১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি ভারতবর্ষে চলে আসেন। ভারতে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৭ মার্চ বাগবাজারের ১০।২ নং বোসপাড়া লেনের (অধুনা লুপ্ত) ভাড়াবাড়িতে তিনি শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রথম দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করেন। স্বামীজীর অন্য দুই বিদেশিনী ভক্তের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে গেলে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি সমস্ত সামাজিক রক্ষণশীলতার গণ্ডি

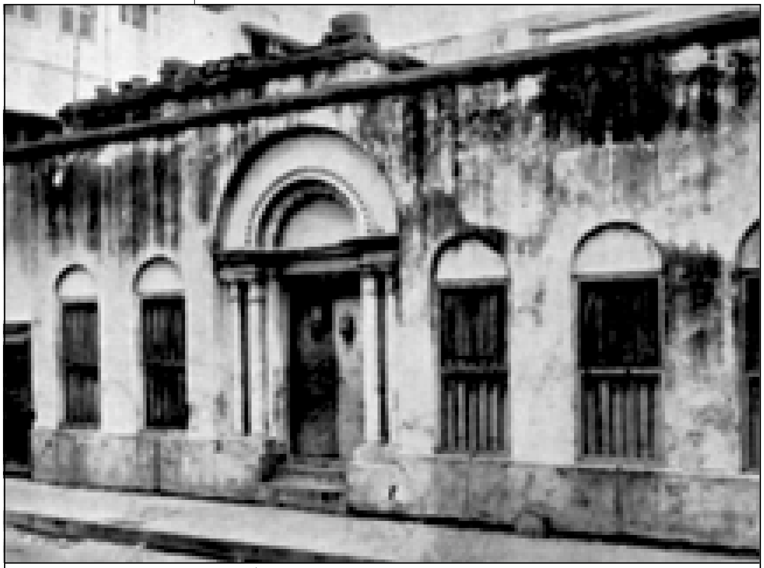
শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণধন্য এবাড়িতেই শুরু হয়েছিল নিবেদিতার বিদ্যালয়

ছাড়িয়ে শ্বেতাঙ্গিনী মার্গারেটকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেন। বস্তুত, তিনি সেদিন থেকেই ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের আদরের 'খুকি' হয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন, এমনকি শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে তিনি ঠাকুরের ভোগরান্নার অধিকারও লাভ করেছিলেন।

১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ স্বামীজী মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নামকরণ করেন 'নিবেদিতা'। এর পর থেকেই নিবেদিতার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। স্বামীজীর কাঙ্ক্ষিত পথে অগ্রসর হয়ে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নানা জনকল্যাণ ও সেবামূলক কাজ, এমনকি পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতের সেবায় আত্মনিবেদন করে গুরুপ্রদত্ত 'নিবেদিতা' নাম সার্থক করেন।

নানা কারণে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ায় তিনি ১৯১১ সালের পূজার ছুটিতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবারের সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে যান। সেখানে ম্যালিগন্যান্ট আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর মাত্র ৪৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

স্বামী অভেদানন্দ দার্জিলিঙে নিবেদিতার অন্ত্যেষ্টিস্থলের ওপর একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দেহাবশেষের কিছু অংশ বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে, কিছু কলকাতার বসু বিজ্ঞানমন্দিরে, কিছু বাগবাজারে ভক্ত বশীশ্বর সেনের বাড়িতে রক্ষিত হয়। বাকি অংশ ১৯১২ সালের ১২ অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর পিতামাতার সমাধিপার্শ্বে প্রেরণ করা হয়।

❊ ❊ ❊

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নিবেদিতার মাতা-কন্যার এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মায়ের কাছে থাকবেন বলে তিনি প্রথমে ১০।২ নং বোসপাড়া লেনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি এই বাড়িতে ৮-১০দিন বাস করেন; পরে নিকটবর্তী ১৬ নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে চলে গেলেও তিনি প্রতিদিন দুপুরবেলা মায়ের কাছেই কাটাতেন।

নিবেদিতাকে স্বামীজী ভারতবর্ষে এনেছিলেন এদেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে। নিবেদিতা যখন ১৬ নং বোসপাড়া লেনে মেয়েদের স্কুল খুলতে উদ্যোগী হলেন, তখন স্বামীজীর আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি উদ্যোগী হয়ে ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের মেয়েরা যাতে নিবেদিতার স্কুলে ভর্তি হয়, তার ব্যবস্থা করেন। এরপর আসে সেই শুভদিন—১৩ নভেম্বর ১৮৯৮। এদিন প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতার স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ও সকলকে আশীর্বাদ করেন। এদিন ছিল দীপান্বিতা কালীপূজা। পূর্বদিন শ্রীশ্রীমা বেলুড়ের নীলাম্বরবাবুর বাড়ি থেকে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী ও সারদানন্দজীর সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ ''পরদিন (১৩।১১। ১৮৯৮) রবিবার, শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন শ্রীমা স্বয়ং ১৬ নং বোসপাড়া লেনে আগমন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।... শ্রীমা গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সহিত আগমন করেন। তিনি তখন অতি নিকটেই (১০।২ বোসপাড়া লেনে) অবস্থান করিতেন। বলরাম বসুর ভবন হইতে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সহিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমা প্রতিষ্ঠাকালীন পূজাদি সম্পন্ন করিলেন। পূজান্তে তিনি তাঁহার মৃদুস্বরে বিদ্যালয়ের ভাবী ছাত্রীগণের উদ্দেশে আশীর্বাণী করিলেন—'আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।' গোলাপ-মা স্পষ্ট করিয়া সমবেত সকলকে আশীর্বাণীটি শুনাইয়া দিলেন। এইরূপে স্বামীজীর সঙ্কল্পিত একটি মহৎ কার্যের উদ্বোধন হইল। 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।'—ইহাই নিবেদিতার অভিমত।... ১৪ নভেম্বর, সোমবার বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। ঐদিনও স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্দকে লইয়া বিদ্যালয়ে শুভাগমন করেন।''[১]

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি নিবেদিতার গভীর ভালবাসা এবং তাঁর বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে যে অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হতো, সেসম্পর্কে সরলাবালা সরকার লিখেছেনঃ ''ভগিনী নিবেদিতা—যাঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী রমণীকুলে দুর্লভ, যাঁহার বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত অন্তর্ভেদী নয়নের দৃষ্টি দেখিলে মনে হইত তাহা যেন জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটনেই সমর্থ, মাতাদেবীর নিকট অবস্থিতা তাঁহাকে দেখিলে যেন পঞ্চবর্ষীয়া নিতান্ত শিশুপ্রকৃতি, একান্ত মাতৃনির্ভরপরায়ণা বালিকা বলিয়া মনে হইত। মাতাদেবী যখন তাঁহার দিকে সস্নেহ হাস্যে চাহিতেন, তখন মায়ের আদরে বালিকার মতো তিনি একেবারে গলিয়া যাইতেন। মা যে-আসনে বসিতেন, নিবেদিতা যেদিন সেই আসনখানি পাতিয়া দিবার অধিকার পাইতেন, সেদিন তাঁহার যে-আনন্দ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—সে-আনন্দ তাঁহার মুখের দিকে ঐসময়ে চাহিলেই কেবল বুঝা যাইত। পাতিবার পূর্বে আসনখানিকে তিনি বারংবার চুম্বন করিতেন এবং অতি যত্নে ধূলা ঝাড়িয়া পরে উহা পাতিতেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া তখন বোধ হইত, মাতাদেবীর ঐটুকু সেবা করিতে পাইয়াই যেন তাঁহার জীবন সার্থকজ্ঞান করিতেছেন।

"মাতাদেবী একদিন বিদ্যালয় দেখিতে আসিবেন স্থির হইয়াছিল, ঐকথা শুনিয়া অবধি নিবেদিতার কার্যের ও আনন্দের যেন আর বিরাম নাই। বিদ্যালয়ের সমস্ত ঘরগুলি ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, পত্রপুষ্প আনাইয়া গৃহদ্বারে টাঙ্গাইয়া শোভাবর্ধন করিলেন, মাতাদেবী কোথায় বসিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিবেন, মেয়েরা তাঁহাকে কি উপহার দিবে, কি শুনাইবে, কেমন করিয়া সংবর্ধনা করিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সময় রহিল না। তাহার পর মা যেদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন, নিবেদিতা সেদিন যেন আনন্দে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন! সকল বস্তু যথাস্থানে আছে কিনা দেখিতে এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতেছেন, শিশুর মতো অকারণ কেবলই হাসিতেছেন, আবার কখনো বা আনন্দে অধীর হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদিগের এবং কখনো দাসীর পর্যন্ত গলা জড়াইয়া আদর করিতেছেন।"[২]

নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আগমনের একটি মর্মস্পর্শী চিত্র ঃ "একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, 'মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।' সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মায়ের গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুরদালানে বসাইলেন। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!' পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।"[৩]

নিবেদিতার বিদ্যালয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিষয়ে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ "১৩১০ সালের পৌষ মাসে স্বামী সারদানন্দজী মাতাঠাকুরানীর অবস্থানের জন্য ২।১ নং বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িটি (নীলমণি শান্তিধাম) ভাড়া করিয়া রাখেন এবং মাঘ মাসে (১৯০৭-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি) কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমা ঐ বাড়িতে উঠেন। এখানে তিনি প্রায় দেড়বৎসর ছিলেন।... বাগবাজারের ঐ বাটীতে অবস্থানকালে শ্রীমা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তাঁহার সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বিদ্যালয়ের ঘোড়ার গাড়িতে তিনি গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং ছুটির দিনে ঐ গাড়িতে কখনো কখনো গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, কোম্পানি বাগান, কালীঘাট ইত্যাদি দেখিয়া আসিতেন।"[৪]

১৬ নং বাড়িটি সম্পর্কে আরো জানা যায় ঃ "এই বাড়িতে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারির শেষে নিবেদিতার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত চা-চক্রে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ মিলিত হয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীমা ১৯০০ সালের অক্টোবর থেকে রাধু, সুরবালা, নীলমাধব ও ভানুপিসিকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মাস বাস করেন।"[৫]

নিবেদিতার দেহত্যাগে শোকাহত শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "আহা নিবেদিতার কী ভক্তিই ছিল! আমার জন্যে যে কী করবে ভেবে পেত না! রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিয়েও সঙ্কুচিত হচ্ছে।" কিছুক্ষণ পর আক্ষেপের কণ্ঠে তিনি বলেন ঃ "যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা?"[৬]

❊ ❊ ❊

নিবেদিতার বাসভবন তথা স্কুলবাড়িটির নম্বর ছিল '১৬'। বর্তমানে এটির নম্বর '১৬এ'। এবাড়িতে নিবেদিতা বেশ কয়েক বছর বাস করেছিলেন। এটি ছিল সাবেক কালের এক দোতলা বাড়ি। এই বাড়ির তৎকালীন বর্ণনা পাওয়া যায় সিস্টার দেবমাতার এক পত্রে। অনূদিত পত্রটি এইরকম ঃ "বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা গার্লস স্কুল বাইরে এবং ভিতরে উঠান নিয়ে তৈরি প্রশস্ত একটি বাড়িতে অবস্থিত। বাইরের উঠানের একপাশে গাড়ি ঢোকার উঁচু দেউড়ির পাশ দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় একটি সরু লম্বা খিলানযুক্ত ঘরের মধ্যে—সেটাই সিস্টার নিবেদিতার পড়ার ঘর। উঠানের দিকে এবং সরু গলির ওপরে ছড়িয়ে থাকা বারান্দার দিকে—এই দুইদিকে জানালা আছে। স্বল্পালোকিত এই ঘরটিতে আমরা দুজনে এক রবিবার গোটা বিকাল বসেছিলাম।"[৭]

প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়ের কোন নাম ছিল না; পাড়ার লোকেরা বলত—'নিবেদিতা স্কুল'। নিবেদিতা স্বয়ং পরে এর নামকরণ করেন—The Ramakrishna School for Girls। তাঁর তিরোধানের পর ১৯১৮ সালে এটি যখন রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে আসে, তখন এর নাম হয়—The Ramakrishna Mission Sister Nivedita Girls' School। অবশেষে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অধীনে আসার পর ১৯৬৩ সালের ৯ আগস্ট থেকে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছে—Ramakrishna Sarada Mission Sister Nivedita Girls' School। এর বর্তমান

ঠিকানা—৫ নং নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩। ১৯২০ সালে এই নতুন ভবনের ভিতপূজা হয় এবং ১৯২২ সালে এর উদ্বোধন হয়।

১৬ নং বাড়িতে ৮ মাস স্কুল চলার পর ১৮৯৯ সালের গরমের ছুটির আগে ১৬ মে শেষ ক্লাস করেছিলেন নিবেদিতা। তারপর এই বাড়ি ছেড়ে তিনি উঠেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের বাসস্থানে। জুন মাসের ২০ তারিখে স্কুল বন্ধ করে তিনি পাশ্চাত্যে রওনা হয়েছিলেন স্কুলের জন্য অর্থসাহায্যের উদ্দেশ্যে। আড়াই বছর পর ১৯০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতে ফিরে ওঠেন পাশের ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এবং সেখানেই আবার স্কুল শুরু হয় সরস্বতীপূজার দিন থেকে। পরে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় স্থানাভাবের কারণে কিছু-দিনের জন্য আবার ১৬ নং বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হয়; কিন্তু পরে অর্থাভাবে ছেড়ে দিতে হয়, ১৭ নং বাড়িতেই স্কুল চলতে থাকে। (বর্তমানে এই বাড়িটির অস্তিত্ব নেই, এখন-কার পি/১১ ও ১৭ নং বাড়ি জুড়ে ছিল এর অবস্থান।)

বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা

১৯০৭ সালে দ্বিতীয়বার নিবেদিতা পাশ্চাত্যে গিয়ে ১৯০৯ সালে ফিরে আসেন এবং তৃতীয় ও শেষবারের মতো পুনরায় ১৯১০ সালে পাশ্চাত্যে যান এবং ১৯১১ সালে ফিরে আসেন। ঐবছরই পূজার ছুটিতে দার্জিলিঙে 'রায় ভিলা'তে বসে তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ৭ অক্টোবর ১৯১১ তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের নামে অর্পণ করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর ভগিনী ক্রিস্টিন ও ভগিনী সুধীরা স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়টি নিবেদিতার উইল অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে আসার পর এটির নিজস্ব ভবনের জন্য মিশনের কর্তৃপক্ষ তৎপর হন এবং পরবর্তী কালে বর্তমান নতুন ভবনে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৮ সালে বিদ্যালয়ের একটি নবনির্মিত ভবনের (৪সি, নিবেদিতা লেন) দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত। ১৯৬৩ সালে বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশন নবগঠিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করেন।

১৬ ও ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ি-দুটিতে ভাব ও কর্ম-বিনিময়ের সূত্রে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, স্যার যদুনাথ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র ঘোষ, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিনয় সরকার, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, সুরেন গাঙ্গুলি প্রমুখ। এছাড়া ই. বি. হ্যাভেল, এস. কে. র‍্যাটক্লিফ, কাকুজো ওকাকুরা, লেডি মিণ্টো প্রমুখ বিশিষ্ট বিদেশিও এখানে এসেছেন।

১৬ নং বাড়িটির সম্মুখে একটি পাথরের ফলকে লেখা আছেঃ "এই ঐতিহাসিক ভবনে ভগিনী নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬ বোসপাড়া লেন, বাগবাজার (অধুনা ১৬এ বোসপাড়া লেন)। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর কালীপূজার পুণ্যদিনে এখানেই ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বালিকা বিদ্যালয়টি (বর্তমানে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) শুরু করেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্বয়ং এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।..."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এও শ্রীশ্রীমা কিছুদিন বাস করেছিলেন। ৩১ ডিসেম্বর ১৯১৮ বা তার পরদিন শ্রীশ্রীমা রাধুকে নিয়ে এই বাড়িতে এসেছিলেন। এসম্পর্কে ব্রহ্মগোপাল দত্ত লিখেছেনঃ "শ্রীশ্রীমা অসুস্থ রাধুকে নিয়ে 'উদ্বোধন' থেকে ৫৩।২, বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এর দোতলার ঘরে (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘর) কয়েক দিনের জন্য বাস করতে আসেন, কারণ ওখানকার গোলমাল রাধুর সহ্য হতো না। এই বাড়িতে ১৯১৯ সালের ১ জানুয়ারি যোগীন-মা দৌহিত্র কার্তিকের (পরে স্বামী নির্লেপানন্দ) হাত দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের

জন্য আনাজ-ফল-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠান। কার্ত্তিককে মা বললেন, 'আহা বাবা, তুমি এগুলো কষ্ট করে নিয়ে এলে! যোগীনের যেমন কাণ্ড!...' কার্ত্তিক বললেন, 'কেমন আছেন আপনি যোগীন-মা জিজ্ঞেস করেছেন।' মা বললেন, 'আছি আর কেমন! এই দেখ না, বাঁখারি বেঁকিয়ে নারকোল দড়ি দিয়ে ধনুক করে, কাঠের লম্বা তীর লাগিয়ে সারাটা দিন কাক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কাকের আওয়াজে পর্যন্ত রাধুর কষ্ট হয়।' তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'আর বোলো, রাম অবতারে সীতাকে তীরধনুক ধরতে হয়নি, এবার রাধু আমাকে দিয়ে তাও ধরালে!' ঐবাড়িটি বর্তমানে ৫৩।২এ ও ৫৩।২বি—এই দুই অংশে বিভক্ত। ৫৩।২এ অংশটি দেখলে বাড়িটির প্রাচীনত্ব বোঝা যায়। ৫৩।২বি অংশেই দোতলায় মা থাকতেন; এটির অনেক অদলবদল হয়েছে।"[৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৪ সালের শেষদিকে ভগিনী সুধীরাদেবী 'মাতৃমন্দির' নাম দিয়ে আশ্রম বিভাগ ও ছাত্রীনিবাস খোলেন। কিন্তু ১৭ নং বাড়িতে স্থানসঙ্কুলান না হওয়ায় অল্প কিছুদিন পর তা ৬৮।২বি, রামকান্ত বোস স্ট্রিটে উঠে আসে। এর তিনবছর পর ছাত্রীনিবাসটি ৫৩।২ নং বোসপাড়া লেনে স্থানান্তরিত হয়। এবিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "[সম্ভবত ১৭ নং বাড়িতে] মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সুধীরার অনুরোধে শ্রীশ্রীমা একদিন আসিয়া স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন।... একবার শ্রীশ্রীমা বোর্ডিং বাড়িতে [৫৩।২ নং বাড়িতে] আসিয়া কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র সুধীরা 'মা'র জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। নিজে বোর্ডিং-এর ছাত্রীদের সঙ্গে অপর বাড়িতে গিয়া কষ্ট করিয়া থাকিতে লাগিলেন। মায়ের সেবার জন্য একজন বয়স্কা ছাত্রীকেও নিযুক্ত করিলেন। শ্রীশ্রীমা প্রায় মাসাধিক কাল মাতৃমন্দিরে [স্কুল বোর্ডিং-এ] বাস করেন ও এসময়ে তিনি স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিতেন।"[৯] V

পথনির্দেশঃ বোসপাড়ায় নিবেদিতার বিদ্যালয়ের ঠিকানাঃ ১৬এ, বোসপাড়া লেন (মা সারদামণি সরণি), বাগবাজার, কলকাতা-৩। বাগবাজার ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের পাশের গলিতে ঢুকে ডানদিকে প্রায় শেষ প্রান্তে এই বাড়ি। এর পরে আরেকটু এগিয়ে বামদিকের গলি (এটিও মা সারদামণি সরণি) দিয়ে কিছুটা গেলে ডানদিকে পড়ে ৫৩।২বি নং বাড়িটি—যেখানে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং ছিল। এই রাস্তাটি উত্তরদিকে বাগবাজার স্ট্রিটে গিয়ে পড়েছে।

তথ্যসূত্র

১ ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ১ম সং, পৃঃ ১৩৫-১৩৬
২ নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৪ সং, পৃঃ ৪০-৪১
৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড, ২০শ পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৩০৮-৩০৯
৪ শ্রীমা সারদা দেবী, ১৩শ সং, পৃঃ ১৫৫-১৫৬। পরবর্তী কালে প্রাপ্ত আরো কিছু তথ্যের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, ২।১ নং বাগবাজার স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে (নীলমণি শান্তিধাম) শ্রীশ্রীমায়ের আগমন ১৯০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি—১৯০৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়। (দ্রঃ শতরূপে সারদা—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ৮০৮)
৫ 'উদ্বোধন', ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৩। ঐসময়ে স্কুল বন্ধ ছিল এবং নিবেদিতা তখন ইংল্যাণ্ডে ছিলেন। মা প্রায় একবছর এই বাড়িতে ছিলেন।
৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, পৃঃ ১০
৭ ধন্য বাগবাজার—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত, ১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৩৮
৮ 'উদ্বোধন', ৯৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৪০৪, পৃঃ ৩৯৩
৯ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ঃ সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা, রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃঃ ২৫-২৬

এই রচনাটি 'স্বামী অভয়ানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—**সম্পাদক**

অনুষ্ঠান-সূচীঃ ভাদ্র ১৪১১

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী নিরঞ্জনানন্দ**
শ্রাবণ পূর্ণিমা
১৪ ভাদ্র, সোমবার
(৩০ আগস্ট ২০০৪)

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী
২১ ভাদ্র, সোমবার
(৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

স্বামী অদ্বৈতানন্দ
শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী
২৮ ভাদ্র, সোমবার
(১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪)

একাদশী-তিথি ঃ ১০, ২৫ ভাদ্র
বৃহস্পতিবার, শুক্রবার
(২৬ আগস্ট, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪)